খায়রুজ্জামান সাদেক

দাফনের পর

সাত বা আট মাস আগে ফটোগ্রাফে লেগে থাকা
দ্রুত, ফ্রেজগুলো পড়ে নেয়া হল
বিছানা থেকে পুল থেকে দূরে ছিল পদক্ষেপ, হয়ত
ফ্যাটি ঘাস, ক্যামেরায় ছিল গলে পড়া রোদ
পোশাক খোলা। তারপর আমাকে বার্তা ভিজিয়ে দেয়
আমি হয়ে পড়ি এজেন্ট কোনও গোরখোদকের, বিজ্ঞাপন সংস্থার ভিড়ে, মিডিয়া বিশ্বে
আমার ঠোঁটের সমস্ত কাঁপতে থাকে- একি পরিদর্শন, নিদর্শন
যে অসম্ভাব্য অংশ তৈরি হয়, ইমেজারির, ত্যাগ করে, ওহ পার্থক্য করে
উদ্ভিদের গায়ে লেগে থাকে, চিহ্নিত করে- পাতা বেরিয়ে আসে
শুরু করে ফর্দাফাঁই থাকা চাই, সে আমি তোমার বুকে ঢুকে
স্থির করি, স্থগিত করি এবং এখন কিছু স্তর ভোগ করি, দেখাই নিজেকে
বেঁচে উঠি সাবলীল; আবার মৃত্যু সংবাদ আসে।

কম্বল জুড়ে প্রায় সব অক্ষর

ছবি দেখুন যতক্ষণ না আপনার কাজ হয়ে ওঠে,
শেষ পর্যন্ত অপেক্ষা করুন আর কেন্দ্রের হাত দুটি দেখতে থাকুন
নিচের লিংকগুলি আকর্ষণ করার জন্য, ব্যবহার করা যেতে পারে
তরুণরা দেখছে, এটি একটি সিংহাসন
কালো বা বাদামী ঘোড়া অনেক আবর্জনায় মুখ ঢাকছে! বেরিয়ে আসছে
কম্বল জুড়ে প্রায় সব অক্ষর আর পালকের মাঝখানে এইতো
কফির সাথে ব্রেকফাস্ট, গরুর মাংস স্পষ্ট হয়ে উঠছে
ক্ষুধার সতর্কবাণী, তারপর যেখানে অনেকেই আগুনে ঝাঁপিয়ে পড়ে
আমি মনে করতে পারি এদের মধ্যে, সবচেয়ে খারাপ শহরগুলির মধ্যে
একটি অংশ যারা বিচার করতে পারে; ডাকাতি, আগুন, চুরি, খুন ধর্ষণ নিয়ে
নতুন কোনও নির্বাচনে উৎসাহ দেয়, আর প্রস্থান পরবর্তী কারণ লিখে রাখে
সমস্ত প্রবন্ধ আর অনন্য প্রকৃতির উপর; যা দৈনিক স্থায়ী ও দণ্ডায়মান
জীবনের ভিন্ন উপায় বলে আর চেষ্টা করে, আপীল করে, গৃহহীন হয়
সম্পর্ক তোলপাড় করে- পিটানো কাঠ আর চিন্তায়, দর্শনের মুখের উপর
পাহাড় পর্বত, নদী, মানুষ, জীবন নিয়ে বসে; বাতাসের চার কোণে বিস্ফোরিত হয়
মরুভূমি গাড়ী ঘোড়া এবং এসিডের প্রভাব নিয়ে চিৎকার করে- চাই চাই. .
ফিরে দেখা এবং কাছে পাওয়া আবারও ভাষার কাছে যাই। বদলে ফেলি।

ইমোটিকন

কিছুই ঠিক রাখতে পারছি না। প্রিয় জিনিস পছন্দের তালিকা থেকে
রাতের ফিসফিস ধুলোর রাস্তায় পড়ে ইমোটিকন
আপনি কথা বলুন, আমার ছল ছিল দুষ্টু, বিছানা বালিশ আচ্ছাদিত
আমার হাতে হাত পাখা; কক্ষপথ ঘুরে আসা ক্লান্ত বেডরুম
উজান টানে, গোঁড়ায় জল দিই, মাখনের গন্ধ মুখ দিয়ে
জাগ্রত ক্রমাগত ভিড় ঠেলি, পাথার পবন। দরজা খুলে কে দেখেছ,
মুখ দিয়ে যত লালা আঙ্গুলের রেখা গেছে দূরে; কে তার গোপন ।
এই আপনি বলুন না- আপনি কারা; কেউ বিশ্বাস করে ইশারা
নদী দূরে, গুপ্তঘাতক, মাছেদের পেটে যায়; খেলনাগুলি হাতে ওঠে
খুব ক্রিয়াশীল আর ইঁদুর পুরু পাইপ দিয়ে নামে, ঘর সরসর
ভাঙা ওয়াইফাই আগে বলেনি কথা বালতি আর স্নান, ব্যাপার না।
আমাকে আনন্দ দেয় কতটা সহজ সেরে ওঠা; একগুঁয়ে জোর দিই,
বিদায় বলি সাত পাঁচ খুশি খুশি রাগ রাগ গণনা; ফ্লাশ করে যাই।

মাজন

আবার চিন্তা করুন এই ওভার পরবর্তী ওভারে যোগ হবে
বৃষ্টি-বিঘ্নিত এভাবে হিসেব করি
এই সময়ের জন্য যা পাতা সত্য, সেখানে উদ্বেগ জমা হচ্ছে
আগে খেলাটা শেষ হোক। শেষে কি অক্ষম ঘাসগুলো মরে যেতে দেখি
অনুশীলনের ছোট ছোট ঘর থেকে
পরের মূল্যে ভরে নিড়ানি দিই আবার। চলতে থাকে মাজন।

টীকা

আমি খুব উচ্চকিত যে তারা খনিজ নিয়ে কথা বলছে
বাঁশের সাঁকোর কাছে এসে পা নড়ল,
আয়তনের ভরা চাপ থেকে উচ্চে তুলে পা, সেরাটা উপভোগ করলাম
লাঠি ঘুরছে। টিকে থাকার জন্য। গ্রহণ বর্জন আসছে
আর তখনই মার্বেল পকেটের ফুটো ধরে নিচে নেমে গেলো
অসম্পূর্ণ দাঁড়ালাম আমি। দ্বারকাটা দাঁড়ের কাছে,

সামনে পিছনে বেশ কিছু গর্ত; তারপরও যা আছে সেঁধিয়ে দিই
ক্ষেত্রের উপর চলমান ক্ষমতার উপর রাজদণ্ড টীকা হয়ে পড়ল।

ফেয়ারওয়েল

১

ফেয়ারওয়েল থেকে বাড়ি অব্ধি পৌঁছে যায় হাঁকডাক
বেরিয়ে পড়ে মুহূর্ত, লেগে থাকে প্রয়োজন
আজ একটা দিন সকাল থেকে ডাকছে
টেপ থেকে ঝরে পড়ছে পানি; স্নান হয়ে যাচ্ছে
নরম গা লুকানো ব্যাপার থেকে প্রতিদিন ধরে নিই শুভ অশুভ
পঞ্জিকা ও গঞ্জিকা সেবন করি। লনে পানি দিই। শুকোতে দিই নিজেকে

২

আপনি ফিরে আসতে পারেন
জলে টোকা দিয়ে আসতে পারেন
প্রতিটি টোকা তার কাজ লিখে রাখে।

৩

বিদায় অনুষ্ঠানে এক অনিচ্ছুক ক্যামেরা আমাকে ধরে রাখছে
তার শাটারের ক্লিক ক্লিক বনিবনা না হলে
আমি আবার জড়াবো। অতুলনীয় হতে চাই।

৪

আমি দৃশ্যত যা করতে চাই
ফটোগুলি কিছুই বলেনা

৫

জলের উপর পর্যবেক্ষণ নিচে নামছে
ওয়াটারকালার হয়ে উঠছে পাশের গাছগুলো
রক্তহীন চাঁদ রাতের আকাশ পর্যাপ্ত জ্যোৎস্না ঢেলে দিলেও
পানিতে পড়ার বিপদ কাটিয়ে উঠতে পারেনা গাছগুলো
গাছ সাঁতার জানলে ভাল হত। চুপে চুপে পাড়ি দেয়া যেত আটলান্টিক

শুরু থেকে এ পর্যন্ত আমরা গাছকে ব্যবহার করেছি।

৬

ধাতু ছাড়া কেউ তাকে দেখতে পাচ্ছে না
অট্ট হচ্ছে। ঢাকঢোলের ভেতর আমরা শুভেচ্ছা স্বাগতম জানাচ্ছি
অথচ নতুন কবিতার শব্দ ধরতে গেলে কোষে পানি চলে আসে।

৭

এই আলোতে হাঁটুন। ভাল লাগবে
আমরা তাই বাতি জ্বালাচ্ছি
কাচের মেজাজটি তবু কাচের বয়ামে তুলে রাখতে হয়
দরকারি সময় কাজে লাগে।

৮

একটি সাদা কাগজের নৌকা
বৃষ্টিফোটার জন্য অতিক্রম করে কয়ফুট
ট্যালম্যাটিক মাথায় শিশুর উত্তর ধরা যায় না

৯

আমাদের মাথার উপর আকাশ; ছাতা ধরলে অতিক্রম করা যায় অ্যাটলাস
এখানে উঠেই আমরা পাসপোর্টহীন বিশ্ব পাই।

১০

ঝরনার জ্বর হলে জল দূষিত
নিদ্রালু পাতা ভেসে যায়
বুকের ব্যথায় ককিয়ে ওঠে
একটি চলন্ত ট্রেনের গতি দেখে ঝরনা কি মেঘ ডাকে

প্রিয়পাঠ, ২০১৭ –

২০১৭- তে পড়া পছন্দের তিনটি বই- কবিতাসংগ্রহ - উৎপলকুমার বসু, মায়াবী লিবিডো - মিতুল দত্ত, স্মৃতিলেখা একটি কবিতা - আর্যনীল মুখোপাধ্যায়।